IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্ম ও নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা কতোখানি।

রবিউল ইসলাম সেখ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ , নৈহাটি।

ABSTRACT (সারাংশ)

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন পথপ্রদর্শক এবং যে কারণে তাকে আধুনিক রাষ্ট্র দর্শনের জনক বলা হয়। তার রাষ্ট্রীয় ভাবনাচিন্তায় ক্ষমতাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ক্ষমতাকে কি করে ধরে রাখা যায় এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কায়েম করা যায় তার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি 'দ্যা প্রিন্স'-এ গ্রন্থে রাজপুত্রকে **বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। তার ভাবনা-চিন্তায় যেটা বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা হল ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তাহলে কি তিনি ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে নীতি-নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন? বা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে ও ব্যক্তি জীবনে ধর্মকে কিভাবে ম্যাকিয়াভেলি দেখেছেন। প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হল ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ভাবনায় ধর্ম ও নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা কতোখানি তা দেখা।**

Key Words (মূল শব্দসমূহ) – ক্ষমতা, ধর্ম, নৈতিকতা, ভাগ্য, গুণ, রাষ্ট্রনীতি, মানুষ, ইতালি, ফ্লোরেন্স, ম্যকিয়াভেলি ইত্যাদি।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি রাষ্ট্রকে নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। ইতালিকে এক শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্রে পরিণত করা তাঁর লক্ষ। তাঁর 'দ্যা প্রিন্স' গ্রন্থে রাজা কেমন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, রাজা হবে শৃগালের ন্যায় ধূর্ত বা চালাক এবং সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী। নবজাগনের বরপুত্র বা নবজাগরনের অগ্রদূত তাঁর 'দ্যা প্রিন্স' গ্রন্থটি লিখেছিলেন ফ্লোরেন্সের তৎকালীন রাজা পিয়ারো ডি মেডিচির পুত্র প্রিন্স লরেঞ্জোর প্রতি উপদেশ দিতে এবং ঐক্যবদ্ধ ইতালির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে রাজার প্রতি নির্দেশ ছিল। নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির ২১শে জুন ১৫২৭ সালে মৃত্যুর পাঁচ বছর তাঁর বিখ্যাত 'দ্যা প্রিন্স' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি ইতালিকে এক শক্তিশালী জাতি রাষ্ট্রে পরিণত করতে গিয়ে ধর্ম ও নৈতিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে ক্ষমতাকে রাষ্ট্রেচিন্তার মূল ভিত্তি।১

ম্যাকিয়াভেলি ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৩রা মে ১৪৬৯ সালে জন্মগ্রহন করেন এবং ৫৮ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ছাড়া পিতামাতার আরও তিনটি সন্তান ছিল। তার পিতা বার্নাডো ডি নিক্কোলো ছিলেন আইনজীবি এবং তিনি পুত্রকে সাবেকী শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন ইউরোপীয় নবজাগরণের যুগে একজন রাজনৈতিক, জাতীয়তাবাদী লেখক, কূটনীতিবিদ, দার্শনিক, সঙ্গীতকার, কবি এবং রোমান্টিক কমেডি ধাঁচের নাট্যকার। তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল- 'দ্যা প্রিন্স', দ্যা ডিসকোর্সেস, দ্যা আর্ট এন্ড ওয়্যার, ফ্লোরেনটাইন হিস্টোরি ইত্যাদি।২

তাঁর 'দ্যা প্রিন্স' ও ডিসকোর্স গ্রন্থে মানব প্রকৃতি ও মনোভাব সম্পর্কে ধারণা দেন। মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে খারাপ, অকৃতজ্ঞ, প্রতারক, কাপুরুষ ও লোভী এবং মানুষের সৎ গুণাবলী বলে সহজাত কোনো বিষয় হয় না। স্বার্থপরতা ও কলহপ্রিয়তা মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা হবস্

তাঁর লেয়াভিয়াথেন গ্রন্থে স্বীকার করে নিয়েছেন। রাষ্ট্র হল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎসস্থল এবং সেদিক দিয়ে ম্যাকিয়াভেলি মনে করেন রাষ্ট্র বা রাজা কোনো ভাবে কোন রকম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসক প্রধান রাজা রাষ্ট্রের ভিতরের সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী। রাজার কাছে রাজধর্মের উপরে আর কোনো ধর্ম থাকতে পারে না এবং রাষ্ট্র বা জাতির স্বার্থে তিনি নৈতিকতা ত্যাগ করবেন। তিনি মানব প্রকৃতি ও এক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ধারণা ব্যক্ত করেতে গিয়ে মানুষের জন্মগত ক্ষমতা লোভি প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন যা পরবর্তী কালে বাস্তববাদী তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল। বাস্তববাদী তত্ত্বের বিবর্তনের আমরা থুকিডিডিস, ম্যাকিয়াভেলির ও টমাস হবস্ কে পেয়ে থাকি এবং এক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলি অন্যতম।৩

মারসিলিও সময়কাল থেকে সামাজিক ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁর লেখা "The Defensor Pacis" নামক গ্রন্থ তিনি রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে প্রতিনিয়ত খ্রীস্টান ধর্মগুরু বা পোপের যে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে সেটা মেনে নেবার মানসিকতা ছিল না। ফলে তার সময়ে তিনি ধর্ম ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সংক্রান্ত বিতর্কটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এবং তিনি ছিলেন ইতালির অন্তর্গত পাদুয়ার অধিবাসী এবং গির্জাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধীন স্থান দিতে চেয়েছিলেন। ১৪৫৩ সালে তুর্কি আক্রমণের পরিনামে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে। সেই সময় যে সব আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল সময় ধরে এই এলাকায় গ্রিসের রাষ্ট্রচিন্তার চর্চার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করেন। কিন্তু রোমের পতনের পরিনামে এবং মধ্যযুগ জুড়ে ধর্মের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রন ও প্রাধান্যের কারণে প্রায় এক হাজার বছর ধরে প্রাচীন গ্রিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ইউরোপের মানুষজন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। আর এই অজ্ঞতার কারণে ধর্ম তথা পোপ ও চার্চ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মানুষের উপর অত্যাচারের সামিল হয়ে উঠেছিল।৪ কনস্টান্টিনোপলের পতনের আরবীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় অধিবাসীদের নতুন ভাবে পরিচয় ঘটে যুক্তিবাদী গ্রীক চিন্তাভাবনার সাথে। স্বাভাবিক ভাবে এই সময় ইউরোপের চিন্তাভাবনার জগতে এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পনেরো শতাব্দীতে প্রথমে ইতালিতে এবং পরে ইউরোপের সমগ্র দেশে ধর্মীয় গোড়ামি, কুসংস্কার ও নিশ্চল ধারণা বিসর্জন দিয়ে মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী ধারণা যার মুল কেন্দ্রে রয়েছে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী ভাবনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এক কথায় মানুষ ঈশ্বর বা ধর্মমুখী না হয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধকে প্রাধান্য দিতে শুরু করল। মারসিলিও রাজনীতি থেকে ধর্ম ও নৈতিকতার পৃথকের কথা বললেও বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির ভূমিকা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই।৫

ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ দিকে ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানিতে জাতিরাষ্ট্র এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ইতালিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ম্যাকিয়াভেলি খুব ভালো ভাবে বুঝেছিলেন যে ছিন্নভিন্ন ইতালিকে জাতীয় ঐক্যবোধের আবেগ-অনুভূতির দ্বারা জাতিরাষ্ট্রের প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলা। আর ঐক্যবদ্ধ ইতালির ভাবনাকে সামনে রেখে বাস্তবে তা রূপায়িত করার জন্য ১৪১৮ থেকে ১৫১২ সাল পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ সম্পূর্ণ করেন। ২৯ বছর বয়সে ম্যাকিয়াভেলি তার নিজ রাজ্য ফ্লোরেন্সের জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রায় ১৪ বছর কাজ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে এতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন যে তাকে প্রশাসনের নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োগ এবং কূটনৈতিক মিশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠানো হতো। ফ্লোরেন্স রাজ্য সরকার ম্যাকিয়াভেলিকে রাষ্ট্র বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত বলে গ্রেপ্তার করে জেলে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং তিনি চাকরি হারান। তিনি তারপর থেকে সরাসরি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। তিনি সমস্ত কিছুর উপরে উঠে যেমন নীতি-নৈতিকতা, রীতিনীতি-মূল্যবোধ, ধর্মের বাহিরে গিয়ে জাতি রাষ্ট্রের স্বার্থে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য সাধন একমাত্র মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি সমাজ জীবনের এবং রাজপুত্রের সমস্ত রকমের নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবিক গুণাবলি, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি ত্যাগ করে হলেও ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্রে পরিণত করায় মূল উদ্দেশ্য ছিল।৬

পশ্চিম ইউরোপের ষোড়স শতকের প্রথমার্ধে বেশ কিছু চরম রাজতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে যা প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। আর এর বেশ কিছু বছর আগে পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা

যায় এবং তার পরিণতি সামন্ততন্ত্রের ভাঙন দেখা যায়। সামন্ততন্ত্রের পতন, নবজাগরণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। আর বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশে জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। ফলে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সম্ভব। ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তার উপর গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। আর চরম রাজতন্ত্রের বিকাশ মধ্যযুগের প্রতিষ্ঠানগুলির যেমন গির্জার ক্ষমতা ও পোপের দাপট ভেঙ্গে পরতে থাকে।[৭] ১৪৯৮ সাল থেকে ১৫১২ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের প্রজাতন্ত্রের সময়কালে ম্যাকিয়াভেলি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানের সহকারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। প্রজাতন্ত্রের উৎখাত হলে তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ফ্রান্স, জার্মানি এবং সুজারল্যান্ড কূটনৈতিক মিশনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। তিনি নিজেকে সাবেকি বা গতানুগতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে ভিন্ন ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ করেন। তার বিখ্যাত 'দ্যা প্রিন্স' গ্রন্থে রাজপুত্রকে উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে লিখেছিলেন এবং রাজা তার শাসন ব্যবস্থাকে কিভাবে শক্তিশালী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।[৮]

ম্যাকিয়াভেলিকে থ্রোসিমেকাস এবং সোফিস্টদের উত্তরাধিকার হিসাবে নিন্দা করতে পারেন। কারণ রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ক্ষমতা বল থেকে আলাদা এবং ক্ষমতাকে প্রজাদের চোখে বৈধ হতে হবে। তবে ক্ষমতা যে সব সময় আবার বৈধ উপায়ে অর্জিত হতে ম্যাকিয়াভেলি এটা মানতে পারেননি। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বৈধতা ও নৈতিকতাকে ত্যাগ করতে হতে পারে। তার কাছে পন্থা বা পদ্ধতি অপেক্ষা লক্ষ গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতি যায় হোক না কেন রাজপুত্র নির্দিষ্ট সময়ে এবং সঠিক লক্ষে পৌঁছাবে। রাজপুত্রের প্রধান ধর্ম হল ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতা কায়েম করা। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ক্ষমতার লালন-পালন করায় একমাত্র ধর্ম এবং এর বাইরে রাজপুত্রের কোনো ধর্ম হতে পারে না বা থাকতে পারে না।[৯]ম্যাকিয়াভেলি দুই ধরনের প্রজাতান্ত্রিক রাজপুতের মধ্যে তুলনা করেছেন। রাজপুত যদি অভিজাত্যের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে তিনি বৈধতা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। কারন রাজপুতের আশেপাশে এমন সব মানুষের দ্বারা বেষ্ঠিত থাকে তারা হল রাজপুতের সমগুণ সম্পূর্ণ। এবং ঐ সমস্ত মানুষের আনুগত্য দেখানোর পরিবর্তে আদেশ দেয় এবং তা স্বেচ্ছায় করে। আর বিপরীত দিকে জনগণের দ্বারা ক্ষমতায় উত্থাপিত একজন ব্যাক্তির সম্মতি পেতে সামান্য অসুবিধা হবে, কারণ তিনি কার্যকর ভাবে তাদের ইচ্ছা পালন করেছেন। পরিস্কার বলা যায় একদিকে অভিজাত ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে এবং তারা অন্যদের আদেশ করা এড়ায় তবে তারা অসন্তুষ্টো হবে না। জনপ্রিয় রাজা সব সময় যে স্বাধীন তা নয় এবং জনগণের শত্রুতা থেকে উদ্ভূত একটি হুমকি থেকে তাকে সতর্ক থাকতে হবে।[১০]

ম্যাকিয়াভেলি তার 'দ্যা প্রিন্স' গ্রন্থে রাজনৈতিক চিন্তধারার ক্ষেত্রে ফরচুন বা সৌভাগ্য এবং ভারচু বা গুণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভাগ্যের উপর নির্ভর করা উচিৎ নয় এবং নিজ কর্ম ও কৌশলের বেশী বিশ্বাসী ছিলেন। ভাগ্য হল হিংস্র নদীর মতো ছিল যা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। প্রজাতন্ত্রে রাজপুত্রের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করা যায় কিন্তু ভাগ্যকে আয়ত্ত করা যায় না। ভাগ্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। তিনি ভাগ্য গণনাকারী একজন মহিলার থেকে একজন সাহসী পুরুষকে বেশী পছন্দ করেছেন। মহিলা সর্বদা পুরুষের বন্ধু এবং তিনি সব সময় কর্ম সতর্ক ও বেশী আক্রমণাত্মক।[১১]

ম্যাকিয়াভেলি খুব ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও শক্তিশালী রাজার দরকার। তিনি জাগতিক মূল্যের উরধে কোনো আধ্যাত্মিক মূল্যকে স্বীকার করেননি। নবজাগরণের চেতনালব্ধ ম্যাকিয়াভেলির কাছে সাফল্যই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং সে সাফল্য যে কোনো উপায়ে হতে পারে। তাঁর মতে মানুষের ক্ষমতা, যশ এবং সম্মান যদি জীবনে স্থায়ী লাভ করে তবেই মানুষ অমরত্ব লাভ করে। শাসকের ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার জন্যই ইউরোপের দেশগুলি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে অস্তিত্ব ধরে রাখা সম্ভব। তিনি মূলত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার অভীষ্ট সিদ্ধির লক্ষে পৌঁছানর একমাত্র রাস্তা হল ক্ষমতা। ক্ষমতা নিজেই হল উৎকর্ষের পরিচালক। ম্যাকিয়াভেলি কিভাবে ক্ষমতা দখল করা যায় এবং কিভাবে ক্ষমতা কায়েম করা যায় তা নিয়ে তাঁর ভবনাচিন্তা বিশ্লেষণ করেন। তার রাজনৈতিক জীবনের অন্তিম ও শেষ লক্ষ হল ক্ষমতা দখল। আর এই ক্ষমতা দখলের লক্ষকে পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রনায়ক তথা রাজা যে কোনো পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।[১২] অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবনে নীতি নৈতিকতার কোনো স্থান দেননি। রাজপুত্র ব্যক্তি জীবনে নৈতিক হলেও কিন্তু

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে হবেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এর জন্য রাজা ও রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন হবেন, এই বিষয়টি ম্যাকিয়াভেলি ভাবতেও পারেননি। তিনি একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য তাঁর বিখ্যাত 'দ্যা প্রিন্স'এ রাজপুত্রকে শক্তিশালী হবার জন্য কতগুলি উপদেশ দিয়েছেন। তবে তিনি ক্ষমতা-রাজনীতির কাছে কোনো রকম নীতি ভীত্তিক রাজনীতি এবং মূল্যবোধ ভীত্তিক রাজপুত বা রাজার জীবন যাপন তিনি মেনে নেওয়াতো দূরের কথা, তাঁর চিন্তা ভাবনার কোনো স্তরে স্থান দেননি।[১৩]

ইউরোপীয় নবজাগরণের চেতনালব্ধ ম্যাকিয়াভেলি ধর্ম নিরপেক্ষ পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। ইতালি তথা সমগ্র ইউরোপে ধর্মীয় ভাবাবেগ কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের চার্চ ও পোপের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিমি রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তায় প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ম্যাকিয়াভেলি প্রথম প্রয়োগ। তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। তার মতে রাজনীতি সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের বাস্তব বিষয়বস্তু নিয়ে চর্চা করে যেখানে আবার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে ক্ষমতা। রাজনীতিকে মূলত ক্ষমতার নিরিখে তিনি দেখেছেন। আর বিপরীত দিকে ধর্ম হল আধ্যাত্মিক বিষয় এবং সেখানে কোনো রকম ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সুতরাং ধর্মের সাথে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সরাসরি কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চার্চ এবং পোপ কেন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করবে। ধর্ম তার নিজের ক্ষেত্রে বিচরন করুক এবং তা কোনো ভাবেই যেন রাজনীতি তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পর্কিত মূল বিষয়ে অনাধিকার না করে। ধর্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয় পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক এবং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা বলা হয়। আর মৃত্যুর পর সাধারন মানুষ কীভাবে স্বর্গ বা সৃষ্টিকর্তার সন্নিকটে পৌছাতে পারে, মূলত তার জন্য মানুস ধর্ম পালন করে থাকে। ম্যাকিয়াভেলি খুব ভাল বুঝে ফেলেছিলেন যে প্রকৃত ধর্মভীরু মানুষ ভাল শাসক বা রাজা হতে পারে না। তার কাছে ধর্মীয় উপাসনার থেকে ক্ষমতার উপাসনা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই ধর্মকে তিনি রাজনীতি চর্চার একদম বাইরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মতে করেন ভাল শাসক বা রাজপুত কখনো নিজেকে ধর্মীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখবেন না।[১৪]

নবজাগরণের মনীষায় উদ্বুদ্ধ ম্যাকিয়াভেলি ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যযুগীয় পবিত্র খ্রীষ্টীয় আদর্শে বা প্রচলিত নৈতিকতার ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজপুতের আচারন বা কর্মপন্থাকে মূল্যবোধের বা ধর্মীয় আলোকে বিচার না করে বাস্তবের পরিস্থিতিতে রাজপুত্রকে নির্দেশ দিয়েছে তিনি। তিনি অবশ্যয় ধর্ম বিরোধী ছিলেন না এবং ধর্মের বিরুদ্ধাচারন করাও তার লক্ষ ছিল না। আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা হল রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অতিমানবীয় ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারেনা। তিনি আবার রাষ্ট্রনীতি থেকে নৈতিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তার ফলে অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি হয়তো নীতি-নৈতিকতার বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে ম্যাকিয়াভেলি ধর্ম বা নীতি-নৈতিকতার কোনোটির বিরোধী ছিলেন না। তিনি আসলে ইতালির ঐক্যের জন্য এবং রাষ্ট্রের শক্তি বা ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য তার ভাবনা চিন্তায় ধর্ম বা নীতি-নৈতিকতার কোনো স্থান দেননি। অর্থাৎ একটি বিষয় পরিস্কার যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন থেকে আলাদা করেছেন। ধর্ম ও নৈতিকতার ব্যক্তি মানব জীবনে গুরুত্ব থাকলেও রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরিন বসবাসকারী মানুষের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন।

তথ্যসূত্র –

1. Sabaine, H. George, *A History of Political Theory*, Oxford & IBH Publishing Co. PVT. LTD. New Delhi, 1973, pp. 311-317.
2. Mukharjee, Subrata, Ramaswamy, Sushila, *A History Of Political Thought Plato to Marx,* PHI Learning Private Limited, New Delhi, 2012, 148-164.
3. ibid, 155-157.
4. মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার পরিক্রমা,* শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১২৭-১৩২।
5. ibid, pp.133-145.

6. Wolin, S. Sheldon, *Politics and Vison- Continuity and Innovetion in Western Political Thought*, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2004, pp.182-187.
7. Strauss, Leo, *Thoughts on Machiavelli*, The Free Press, Glencoe, Illinois, USA, 1958, PP. 54-62.
8. Howerd, Dick, *The Primacy of Political- A History of Political Thought from Greeks to the French and American Revolution*, Columbia University Press, New York, 2011, pp.198-200.
9. Marriott, K.W, *The Prince*, ICON Group International, Inc, San Diego, 2005, pp.111-114.
10. Howerd, op. Cit., pp. 192-194.
11. Wolin, op. Cit., p. 202.
12. Sabaine, op. Cit., pp. 319-329.
13. Wolin, op. Cit., pp. 201-205.
14. Adams, Ian, Dyson, W.R, *Fifty Major Political Thinkers*, Routledge, Landon & New York, 2003, Thinkers Serial no.6.